MAY 16 2002

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রদের জন্য যেসব হল আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও চমৎকার হল অমর একুশে হল। এ কারণেই ছাত্রদের প্রথম পছন্দ অমর একুশে হল। যদিও ছাত্রদের পছন্দের ওপর হল বরাদ্দ নির্ভর করে না, নির্ভর করে কর্তৃপক্ষের পছন্দের ওপর। ভাগ্যক্রমে আমাকে অমর একুশে হলে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বলে নোটিশ বোর্ডে দেখতে পেলাম। আমি তো এতে মহাখুশি। কিন্তু আমার একজন বন্ধুর কাছে এই হলের কাহিনী শুনে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমার এই বন্ধুটি এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ-তে ভর্তি হয়েছে। কিছুদিনের জন্য সে অমর একুশে হলে উঠেছিল এবং সেখান থেকে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে তিন-চারদিনের মধ্যেই হল ছেড়ে পালিয়েছে। হলের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ভাল বলে বর্তমানে সরকারি দলের প্রায় সব ছাত্র ও নেতা-কর্মী অবৈধভাবে এ হল দখল করে আছে। শুধু তাই নয়, এসব নেতা-কর্মীর ব্যবহৃত বিভিন্ন অত্যাধুনিক অস্ত্র নিরীহ ছাত্রদের রুমে জোরপূর্বক রাখতে বলে এবং যদি কোন আপত্তি জানানো হয় তবে তাদের বেধড়ক মারধর করা হয়। আমার বন্ধুটি ওই তিন-চারদিন যাযাবরের মতো থেকে ক্লাস ফেলে রেখেই বাড়িতে চলে আসে। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার বিনীত জিজ্ঞাসা, কোন দিন যদি পুলিশ-বিডিআর বিনা নোটিশে এই হলটিতে তল্লাশি চালায় এবং আমি ও আমার বন্ধুর মতো নিরীহ ছাত্ররা যদি ওই নেতাকর্মীদের রাখা অস্ত্রশস্ত্রসহ হাতেনাতে ধরা পড়ি এবং আমাদের মূল্যবান শিক্ষাজীবন যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে এর দায়দায়িত্ব কে নেবে? তাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রো-ভিসির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এবং হল প্রোক্টরকে নির্দেশ দিয়ে ওইসব নেতাকে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত হলে প্রেরণ করে এবং এই অবৈধ কাজের নিষ্পত্তির জন্য একটি শক্তিশালী কার্যকরী তদন্ত কমিটি গঠন করে সব ঘটনার সত্যতা যাচাই করুন। আমাদের সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে হলে থেকে শিক্ষাজীবন শেষ করার সুযোগ দিন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক